Name of the Book: সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার ১

Name of the Article: সৃজন ও সারানুবাদ; রামকথায় সব্যসাচী পরশুরাম

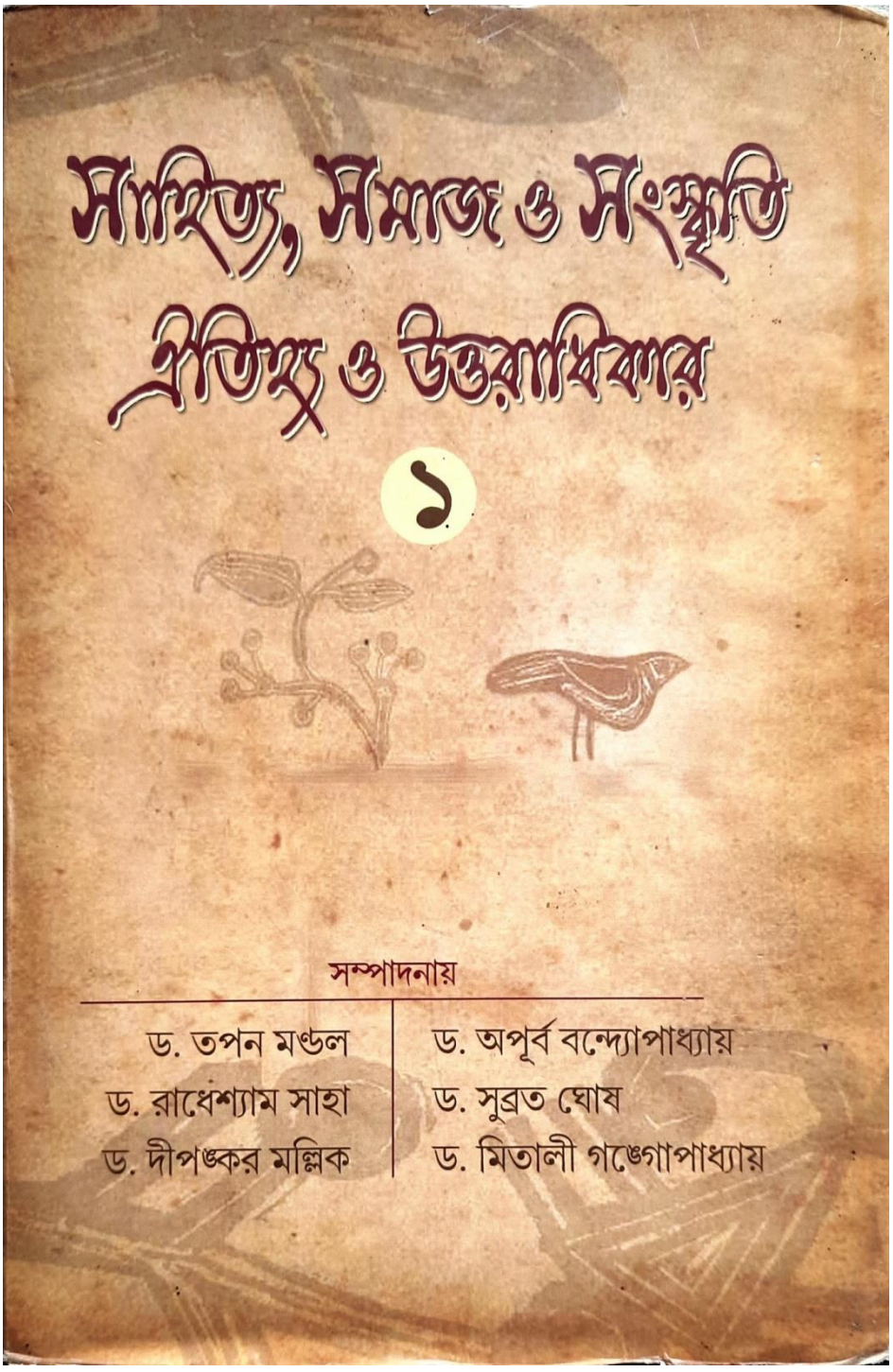

Literature, Society and Culture
Tradition and Modern Approaches
Edited by *Mondal, Bandopadhyay, Saha, Ghosh, Mallikm Gangopadhyay*

Published by *Gouri Publishing House*
44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 98304 44918/28
e-mail : gouripublishinghouse@gmail.com

ISBN : 978-93-88629-00-3

প্রথম প্রকাশ
২৭ নভেম্বর, ২০১৮

মূল্য : ২৯৯ টাকা

সৃজন ও সারানুবাদ : রামকথায় সব্যসাচী পরশুরাম
ত্রিসপ্ত প্রদীপ / ১৮১
চিরসখা হে—
হৃষিতা গুপ্তবকসী / ১৮৬
বাংলার ব্রত : মেয়েদের অসহায়তা
শতাক্ষী কুণ্ডু / ১৯০
ভ্রমর, কুমুদিনী ও অচলা : নারী চরিত্রের বিবর্তন-সমাজ ও সাহিত্যে
শম্পা সিনহা বসু / ১৯৩
আলপনা—লেখ্যকসংস্কৃতির প্রেক্ষিতে ঐতিহ্য ও পরিবর্তনের একটি দৃষ্টান্ত
শ্রাবণী বিশ্বাস / ১৯৮
রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী মনস্তত্ত্ব : প্রেক্ষিত 'চোখের বালি'
অস্মিতা মিত্র / ২০৩
ভাষাচার্য সুনীতিকুমার : একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া
অনুনয় চট্টোপাধ্যায় / ২০৯
চার্বাক দর্শন : সেকাল একাল
সুকন্যা রায় চৌধুরী / ২১৬
এই সময়ের অণু কবিতা : জীবনের রামধনু
ড. চন্দন খাঁ / ২১৯
সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতায়১৩৫০-এর মন্বন্তর
সুশান্ত ঘোষ / ২২৪
ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিশ্বকর্মা : একটি অধ্যয়ন
সুজন মহাপাত্র / ২২৯
সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভারতীয় রাগসংগীত ও তার ঐতিহ্য
শাশ্বতী প্রধান / ২৩৩
পূর্ববঙ্গ গীতিকায় সম্প্রীতি
পাপিয়া নস্কর / ২৩৯
দাহিত পৃথিবী, অর্জিত বৈনাশিকতা : জীবনানন্দ দাশের 'শিকার'
দিব্যেন্দু ঘোষ / ২৪৩
বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বাঙালি নারীসমাজ
ড. সোনালী নস্কর / ২৪৯
আইন অমান্য আন্দোলনে মেদিনীপুরের মহিলাদের ভূমিকা
অশ্রুকণা ঘোষ / ২৫৩
বাংলা গদ্য : দিগদর্শন থেকে সমাচার চন্দ্রিকা
ড. সঞ্জয় প্রামাণিক / ২৬১
বাংলা সাহিত্যে নারীবাদের শিকড় সন্ধান : প্রসঙ্গ মনসামঙ্গল কাব্য
দীপঙ্কর দত্ত / ২৬৫

সৃজন ও সারানুবাদ : রামকথায় সব্যসাচী পরশুরাম

ত্রিসপ্ত প্রদীপ

বাংলা কথাসাহিত্যের শরীর নির্মাণে সাহিত্যিক পরশুরামের অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি জনপ্রিয় কথাশিল্পী। সাহিত্যের দরবারে তাঁর পরিচিতি দুই নামে। রাজশেখর বসু হল তাঁর কুলপ্রদত্ত নাম। যদিও পরশুরাম নামেই তিনি গগনচুম্বী সাফল্য লাভ করেছেন। অনেক ভাষাতেই পরশুরামের দখল ছিল। আর সর্বোপরি তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। সেই প্রতিভার গুণেই তিনি লিখেছেন গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ। অনুবাদ কর্মেও তাঁর মুন্সিয়ানা আজও আমাদের সমানভাবে বিমুগ্ধ করে চলেছে। সব্যসাচী প্রতিভাধর পরশুরামের পুরাণের প্রতি ছিল বিশেষ আকর্ষণ। তিনি ছিলেন পুরাণের সর্বভুক পাঠক। তাঁর নিবিড় পাঠ ও শ্রমের ফলস্বরূপ আমরা তাঁর বর্ণময় সৃজন প্রতিভার সাক্ষাৎ লাভ করেছি। পুরাণের গভীরদেশে প্রবেশ করে তিনি তুলে এনেছেন অজস্র মণি-মুক্তো। প্রায় প্রতিটি রচনাতেই তিনি পৌরাণিক কাহিনি ও কৌতুক সংযুক্ত করেছেন। উদার হৃদয় প্রবৃত্তি তাঁর রচনাকে রসময় ও কৌতুকের ভাণ্ডারে পরিণত করেছে। আবার সিরিয়াস রচনাতেও তিনি ছিলেন সমান সিদ্ধহস্ত। কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয় পরশুরাম সম্পর্কে লিখেছেন, "তাঁহার জীবনে যেমন একটা বিবিক্ততা ও বিচ্ছিত্তি দেখা যায়—রচনাতেও তেমনি আত্ম নিগূহন ও প্রথম শ্রেণীর আর্টিস্টের পক্ষে যে detachment ও impersonality স্বাভাবিক তাহাই লক্ষিত হয়।" [১] যাঁরা পরশুরামের লেখা পড়েছেন, তারাও একবাক্যে একথা স্বীকার করবেন।

রাজশেখর বসু পুরাণের বিচিত্র কাহিনি রচনা করলেও এই আলোচনার অভিমুখ হল রামায়ণমুখী রাজশেখর। যিনি স্বনামে সারানুবাদ করেছেন বাল্মীকি রামায়ণের আর ছদ্মনামে রচনা করেছেন রামায়ণ নির্ভর গল্প 'জাবালি', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'রামরাজ্য', 'চিরঞ্জীব', 'গন্ধমাদন বৈঠক', 'স্মৃতিকথা' প্রভৃতি।

রামায়ণ ও মহাভারতের সফল সারানুবাদক রাজশেখর। তাঁর অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণের শুরুতে তিনি Monier Williams এর লেখা "Indian Epic Poetry ", মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা "রামায়ণ" কবিতা এবং কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা "ভাষা ও ছন্দ" কবিতা দেখে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে সুবিশাল এই কাব্যের ভাব-গভীরতাকে মনোযোগী পাঠকের হৃদয়ে সুগন্ধী ফুলের মতো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "ভারতীয় কবিগণনায় প্রথমেই বাল্মীকির স্থান, কিন্তু তাঁর রামায়ণ এত বড় যে মূল বা অনুবাদ সমগ্র পড়বার